রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৫, ১৯৮৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রামীণ ব্যাংক

পরিচালনা বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৫শে আগস্ট, ১৯৮৭/৮ই ভাদ্র, ১৩৯৪

নং এস, আর, ও ১৭৬-আইন/৮৭—Grameen Bank Ordinance, 1983 (XLVI of 1983)-এর section 36 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেনঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**—এই প্রবিধানমালা গ্রামীণ ব্যাংক (পরিচালক নির্বাচন) প্রবিধানমালা, ১৯৮৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় অথবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়,—

(১) "অধ্যাদেশ" অর্থ Grameen Bank Ordinance, 1983 (XLVI of 1983);

(২) "অঞ্চল" অর্থ প্রবিধান ৩(৩) এর বিধান মোতাবেক প্রকাশিত ও সংরক্ষিত তালিকায় অঞ্চল হিসাবে উল্লেখিত কোন নির্বাচনী স্তর;

(৩) "কেন্দ্র" অর্থ প্রবিধান ৩(৫) এর বিধান মোতাবেক প্রকাশিত ও সংরক্ষিত তালিকায় কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখিত ব্যাংকের কোন কেন্দ্র;

(৪) "কেন্দ্র প্রধান" অর্থ ব্যাংকের এমন একজন ঋণ গ্রহীতা শেয়ার মালিক যিনি ব্যাংক কর্তৃক উহার কোন কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে স্বীকৃত;

(৫) "ধারা" অর্থ অধ্যাদেশের কোন section;

(৬) "নির্বাচকমন্ডলী" অর্থ কোন নির্বাচনী স্তরে প্রবিধান ৪ এর বিধান মোতাবেক গঠিত কোন নির্বাচকমন্ডলী;

মূল্যঃ টাকা ১·৫০

(৭) "নির্বাচন" অর্থ কোন নির্বাচনী স্তরে এই প্রবিধানমালার অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন;

(৮) "নির্বাচন কমিশনার" অর্থ প্রবিধান ৬ এর অধীনে নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার;

(৯) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ প্রবিধান ৩(২) এর বিধান মোতাবেক সংরক্ষিত তালিকায় নির্বাচনী এলাকা হিসাবে উল্লেখিত নির্বাচনী স্তর;

(১০) "নির্বাচনী স্তর" অর্থ প্রবিধান ৩(১) এ উল্লেখিত কোন নির্বাচনী স্তর;

(১১) "পরিচালক" অর্থ ধারা 9(C) এর অধীনে এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী মোতাবেক নির্বাচিত ব্যাংকের একজন পরিচালক;

(১২) "প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী" অর্থ প্রবিধান ১৭ এর অধীনে তৈরী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন প্রার্থী;

(১৩) "প্রার্থী" অর্থ প্রবিধান ১৩ এর বিধান মোতাবেক মনোনয়নপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(১৪) "প্রিসাইডিং অফিসার" অর্থ প্রবিধান ৯ (১) এর অধীনে নিযুক্ত বা দায়িত্ব পালনকারী কোন প্রিসাইডিং অফিসার;

(১৫) "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;

(১৬) "ভোট কেন্দ্র" অর্থ প্রবিধান ৮ এর অধীনে নির্ধারিত কোন ভোট কেন্দ্র;

(১৭) "ভোট দাতা" অর্থ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি;

(১৮) "ভোটার তালিকা" অর্থ প্রবিধান ১০ এর অধীনে তৈরী কোন ভোটার তালিকা;

(১৯) "রিটার্ণিং অফিসার" অর্থ প্রবিধান ৭ এর অধীনে নিযুক্ত কোন রিটার্ণিং অফিসার এবং তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন সহকারী রিটার্ণিং অফিসারও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২০) "শাখা" অর্থ প্রবিধান ৩(৪) এর বিধান মোতাবেক প্রকাশিত ও সংরক্ষিত তালিকায় শাখা হিসাবে উল্লেখিত একটি নির্বাচনী স্তর।

৩। **নির্বাচনী স্তরসমূহ**—(১) পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নিম্নরূপ নির্বাচনী স্তরসমূহ থাকিবে, যথা:—

(ক) নির্বাচনী এলাকা,

(খ) অঞ্চল,

(গ) শাখা।

(২) ব্যাংকের কার্যক্রম চালু আছে এমন সকল এলাকাকে নির্বাচন কমিশনার নয়টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করিবেন এবং তিনি এইরূপ এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা একাধিক অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশনার এইরূপ অঞ্চলসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) প্রতিটি অঞ্চল একাধিক শাখার সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশনার এইরূপ শাখাসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) প্রতিটি শাখা একাধিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশনার এইরূপ কেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবেন।

৪। **পরিচালক নির্বাচন**—পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(ক) প্রতিটি শাখায় উহার অন্তর্গত কেন্দ্রসমূহের কেন্দ্র প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি শাখা নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে এবং উক্ত নির্বাচকমন্ডলী উহার একজন সদস্যকে উক্ত শাখার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করিবে;

(খ) প্রতিটি অঞ্চলে উহার অন্তর্গত শাখাসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি অঞ্চল নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে এবং উক্ত নির্বাচকমন্ডলী উহার একজন সদস্যকে অঞ্চল প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করিবে;

(গ) প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় উহার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি পরিচালক নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে এবং উক্ত নির্বাচকমন্ডলী উহার একজন সদস্যকে পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত করিবে।

৫। **নির্বাচনের সময়**—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের ছয় মাসের মধ্যে পরিচালকগণের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, প্রবিধান ২৭(১)(ক)-এর বিধান সাপেক্ষে, প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। **নির্বাচন কমিশনার**—(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড ব্যাংকের একজন কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনার সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আনুষংগিক সকল বিষয়ে সামগ্রিকভাবে দায়ী থাকিবেন।

(২) নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশক্রমে ব্যাংকের যে কোন কর্মচারী এবং এই প্রবিধানমালার আওতাধীন যে কোন ব্যক্তি তাহাকে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা দান করিবেন।

(৩) এই প্রবিধানমালার অধীনে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনার এই প্রবিধানমালায় বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

৭। **রিটার্ণিং অফিসার**—(১) নির্বাচন কমিশনার প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন নির্বাচনী স্তরের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ব্যাংকের একজন কর্মকর্তাকে রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(২) তাহার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনবোধে রিটার্ণিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, এক বা একাধিক সহকারী রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) রিটার্ণিং অফিসার এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

৮। **ভোটকেন্দ্র এবং ভোটদান কক্ষ**—(১) কোন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে, রিটার্ণিং অফিসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করিবেন।

(২) প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটদান কক্ষের ব্যবস্থা থাকিবে।

৯। **প্রিসাইডিং অফিসার**—(১) রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ব্যাংকের একজন কর্মকর্তাকে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিবেন এবং পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

১০। **ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র**—(১) রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি নির্বাচনী স্তরে নির্বাচনের জন্য একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন; উক্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যগণের নাম অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন সদস্য কোন সময়ে ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া থাকিলে তাহার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

(২) শাখা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটদাতাকে প্রদত্ত ব্যাংকের পাস বই, এবং অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, 'ছ' ফরমে রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভোটদাতাকে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র, উক্ত ভোটদাতার পরিচয়পত্র হিসাবে গৃহীত হইবে।

১১। **নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা**—(১) নির্বাচন কমিশনার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হইতে নোটিশের মাধ্যমে নিম্নরূপ তারিখ নির্ধারণ করিয়া প্রতিটি নির্বাচনী স্তরের নির্বাচনের জন্য সময়সূচী ঘোষণা করিবেন, যথাঃ—

(ক) রিটার্ণিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু ও শেষ হইবার তারিখ;

(খ) রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাই-এর তারিখ;

(গ) আপীলের তারিখ;

(ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ; এবং

(ঙ) ভোট গ্রহণের তারিখ।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশ সকল রিটার্ণিং অফিসারের নিকট, মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু হওয়ার তারিখের অন্ততঃ ২০ দিন আগে, জারী করিতে হইবে।

১২। **প্রার্থী পদ**—প্রবিধান ১০(১) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত কোন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হইতে পারিবেন।

১৩। **মনোনয়নপত্র আহ্বান ও দাখিল**—(১) প্রবিধান ১১ এর বিধান অনুসরণ করিয়া রিটার্ণিং অফিসার তাহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত ব্যাংকের সকল শাখার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রতিটি নির্বাচনের জন্য (ক) দফার অধীনে নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ ১০ দিন পূর্বে মনোনয়নপত্র আহ্বান করিয়া একটি নোটিশ প্রকাশ করিবেন; উক্ত নোটিশে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে, যথাঃ—

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাই এর তারিখ ও সময়;

(গ) আপীলের শেষ তারিখ;

(ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ; এবং

(ঙ) ভোট গ্রহণের তারিখ।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন করিতে হইলে ফরম ক যথাযথভাবে পূরণ করিয়া উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে নির্ধারিত তারিখ ও সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, রিটার্ণিং অফিসারের নিকট উহা উপ-প্রবিধান (৩) এ নির্ধারিত ফিস সহকারে জমা দিতে হইবে।

(৩) নিম্নরূপ ফিস নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা করিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে—

(ক) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা।

(খ) অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৬০ টাকা।

(গ) শাখা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৩০ টাকা।

(৪) মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত ফরম রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয় হইতে বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তির নাম কোন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না বা অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবও করিতে পারিবেন না।

(৬) মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার পর রিটার্ণিং অফিসার উহার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন এবং মনোনয়নপত্র সঠিকভাবে পূরণ করা হইয়াছে কিনা দেখিবেন ও প্রয়োজনবোধে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ দিবেন।

(৭) মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবার পর রিটার্ণিং অফিসার উক্ত পত্রে জমাদানকারীর নাম, জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়, ক্রমিক নম্বর সন্নিবন্ধ করিবেন, এবং তৎপর একটি রেজিস্টারে ইহা তালিকাভুক্ত করিবেন।

১৪। **মনোনয়নপত্র বাছাই**—(১) প্রবিধান ১৩(১)(খ)তে নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে রিটার্ণিং অফিসার দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবেন।

(২) প্রত্যেক প্রার্থী ও তাহার প্রস্তাবক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্ণিং অফিসার তাহাদের অনুরোধে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য তাহাদিগকে যথাসম্ভব সুযোগ দিবেন।

(৩) কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে রিটার্ণিং অফিসার সংক্ষেপে আপত্তির বিষয়বস্তু এবং তাহার সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবন্ধ করিবেন।

(৪) রিটার্ণিং অফিসার স্বেচ্ছায় অথবা উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের পর কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,—

(ক) প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নাই; অথবা

(খ) প্রস্তাবকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নাই; অথবা

(গ) প্রার্থী বা প্রস্তাবকের স্বাক্ষর তাহাদের নিজেদের নহে:

তবে শর্ত থাকে যে—

(অ) কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হইবার কারণেই তাহার অন্য মনোনয়নপত্র (যদি থাকে) বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে না; এবং

(আ) রিটার্ণিং অফিসার ছোটখাট ভুলের জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না, বরং এই ধরণের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৫) রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্রের উপর উহা গৃহীত বা বাতিল করা হইল এই মর্মে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লিপিবন্ধ করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবার ক্ষেত্রে সংক্ষেপে ইহার কারণ লিপিবন্ধ করিবেন।

১৫। **আপীল**—(১) প্রবিধান ১৪(৫) এর অধীনে বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্রের প্রার্থী বা প্রস্তাবক উক্ত বাতিলকরণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনার বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট প্রবিধান ১৩(১) (গ) তে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আপিল পেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লেখিত আপীল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর দায়েরকৃত আপীলসমূহ আপীল দায়েরের তিন দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন এবং অবিলম্বে আপীলের সিদ্ধান্ত রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

১৬। **প্রার্থী পদ প্রত্যাহার**—প্রবিধান ১৪ ও ১৫ এর বিধানাবলী মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী প্রবিধান ১৩(১)(ঘ)তে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিতপত্র উক্ত প্রার্থী নিজে বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্ণিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

১৭। **প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তালিকা**—প্রবিধান ১৬ এর অধীনে প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর (যদি হয়) রিটার্ণিং অফিসার অবশিষ্ট প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং এইরূপ প্রার্থীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরূপে চিহ্নিত হইবেন।

১৮। **প্রার্থীর প্রাক-নির্বাচন মৃত্যু**—কোন নির্বাচনের পূর্বে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মৃত্যু হইলে, প্রবিধান ১৯ এর বিধান সাপেক্ষে, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন সীমিত থাকিবে।

১৯। **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা**—(১) মনোনয়নপত্র বাছাই এবং প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী না থাকে, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশনারের অনুমতিক্রমে, প্রবিধান ১৩ এর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রিটার্ণিং অফিসার পুনরায় মনোনয়নপত্র আহবান এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(২) মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর প্রাক-নির্বাচন মৃত্যু এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা যদি—

(ক) মাত্র একজন হয় তাহা হইলে—

(অ) শাখা প্রতিনিধি বা অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্ণিং অফিসার তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে 'খ' ফরমে এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রকাশ করিবেন যে উক্ত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত ঘোষণার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(আ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্ণিং অফিসার সেই মর্মে নির্বাচন কমিশনারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনার তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে 'খ' ফরমে এই মর্মে ঘোষণা প্রকাশ করিবেন যে উক্ত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত ঘোষণার একটি অনুলিপি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(খ) একাধিক হয় তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে রিটার্ণিং অফিসার উক্ত প্রার্থীদের একটি তালিকা নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উহার অনুলিপি নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

২০। **ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ**—(১) সকল নির্বাচনে এই প্রবিধানমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশনার ফরম 'গ' তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালটপত্র ছাপাইয়া রিটার্ণিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২১। ভোট গ্রহণ পদ্ধতি—(১) নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী তাঁহার এলাকাধীন সকল ব্যাংক কার্যালয়ে প্রকাশ এবং প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) রিটার্ণিং অফিসার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত সামগ্রী যথাসময়ে সরবরাহ করিবেন, যথাঃ—

(ক) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স;

(খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পত্র;

(গ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকা;

(ঘ) ভোট গ্রহণকালে প্রয়োজন হইতে পারে এমন মনোহারী দ্রব্যাদি, যেমন, সীলমোহর, সাদা কাগজ, খাম, কালি ইত্যাদি।

(৩) ভোট গ্রহণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ ভোট কক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকক্ষে এক বা একাধিক ঘেরা দেওয়া জায়গার ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে ভোটারগণ ভোটদানকালে তাহাদের ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে পারেন।

(৪) নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক প্রিসাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ শুরু করিবেন এবং এইরূপ ভোট গ্রহণ শুরু করিবার প্রাক্কালে তিনি উপস্থিত প্রার্থীগণকে (যদি থাকে) শূন্য ব্যালট বাক্সটি দেখাইবেন, তারপর উহা তালা বন্ধ ও সীলমোহরকৃত করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিবেন।

(৬) কোন ভোটদাতা ভোট দানের উদ্দেশ্যে প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট উপস্থিত হইলে প্রিসাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয়পত্র দৃষ্টে তাহার পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার পর তাহাকে একটি ব্যালটপত্র প্রদান করিবেন; ভোটদাতার নিকট ব্যালট পত্র সরবরাহের পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) ব্যালটপত্রের মুড়ি বহিতে ভোটদাতার দস্তখত গ্রহণ করিবেন;

(খ) ভোটার তালিকায় ভোটদাতার ক্রমিক নম্বর চিহ্নিত করিবেন ও মুড়ি বহিতে উক্ত ক্রমিক নম্বর লিখিবেন; এবং উহা সীলমোহরকৃত ও সংক্ষিপ্তভাবে স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন;

(গ) প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালটপত্রের অপর পৃষ্ঠাও সীলমোহরকৃত এবং সংক্ষিপ্তভাবে স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন।

(ঘ) ভোটার তালিকায় ভোটদাতার নামের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিয়া ভোটদাতাদের ব্যালটপত্র দেওয়া হইয়াছে মর্মে চিহ্নিত করিবেন।

(৭) প্রত্যেক ভোটদাতার মাত্র একটি ভোট দানের অধিকার থাকিবে।

(৮) কোন ভোটদাতা কোন নির্বাচনে—

(ক) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিক বার ভোট দিতে পারিবেন না; অথবা

(খ) একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে পারিবেন না।

(৯) ভোটদাতা ব্যালটপত্র পাওয়া মাত্রই নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করিয়া তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালটপত্রে তাহার নামের পার্শ্বে ক্রস চিহ্ন "×" দিবেন এবং তারপর ব্যালটপত্রটি ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে রাখিবেন।

(১০) যদি কোন ভোটদাতার অসাবধানতার জন্য তাহাকে প্রদত্ত ব্যালটপত্রটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তবে তিনি আর একটি ব্যালটপত্রের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে আবেদন করিতে পারেন; প্রিসাইডিং অফিসার ভোটদাতার কৈফিয়ত সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিলে তাহাকে আর একটি ব্যালটপত্র প্রদান করিবেন এবং পূর্বের ব্যালটপত্রটিকে বাতিল করিয়া উহাতে দস্তখত করিবেন।

(১১) কোন ভোটদাতা ব্যালটপত্র গ্রহণ করিয়া ব্যবহার না করিলে তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট উহা ফেরত দিবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসার উহা বাতিল করিয়া দস্তখতকৃত করিবেন।

(১২) কোন ভোটদাতা যদি তাহাকে প্রদত্ত ব্যালটপত্র ব্যালট বাক্সে না রাখে এবং উহা যদি ভোটকেন্দ্রে বা নিকটস্থ কোন স্থানে পাওয়া যায় তবে প্রিসাইডিং অফিসার তাহার দস্তখতসহ উহা বাতিল করিবেন।

(১৩) ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ভোটদানের উদ্দেশ্যে কোন ভোটদাতাকে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, তবে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ভোটকক্ষে উপস্থিত ভোটদাতাকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে।

২২। **ভোট গ্রহণ স্থগিতকরণ**—(১) প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্ভব না হইলে বা ভোট গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভোট গ্রহণ স্থগিত করিতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে স্থগিতকরণ সম্পর্কে রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন ভোট গ্রহণ স্থগিত হইলে রিটার্ণিং অফিসার—

(ক) অবিলম্বে উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনারের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(খ) নির্বাচন কমিশনারের অনুমোদনক্রমে যথাশীঘ্র উক্ত কেন্দ্রে নূতনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন, এবং

(গ) দফা (খ) এর অধীনে গৃহীতব্য ভোট গ্রহণের স্থান ও সময় নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) (খ) এর অধীনে গৃহীত ভোটে সকল ভোটারকে নূতনভাবে ভোট দানের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে গৃহীত কোন ভোট গণনা করা হইবে না।

২৩। **ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর কার্যপ্রণালী**—(১) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের (যদি থাকে) সম্মুখে তালাবন্ধ ও সীলমোহরকৃত ব্যালট বাক্স খুলিবেন এবং প্রদত্ত ভোট গণনা করিবেন।

(২) ভোট গণনার সময় তিনি নিম্নে বর্ণিত কোন ব্যালটপত্রকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবেন, যদি উহাতে—

(ক) ব্যাংকের সীলমোহর বা অন্য কোন স্বীকৃত চিহ্ন বা প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত না থাকে;

(খ) এমন কোন চিহ্ন থাকে যাহা দ্বারা ভোটদাতাকে সনাক্ত করা যাইতে পারে, অথবা

(গ) একাধিক ক্রস "×" চিহ্ন থাকে।

(৩) যদি প্রিসাইডিং অফিসার কোন ব্যালটপত্রে প্রদত্ত ভোট কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর পক্ষে দেওয়া হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি সেই ভোটপত্র বাতিল করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে বাতিলকৃত ব্যালটপত্রগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যালটপত্র বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহাদের গণনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী নির্ধারিত হইবে।

(৫) সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ লটারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং লটারীর মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে একজনকে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত বলিয়া নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপ লটারী ও উহার ফলাফল 'ঘ' ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪। **নির্বাচনের নথিপত্র ও বিবরণাদি**—(১) ভোট গণনার পর প্রিসাইডিং অফিসার নিম্নোক্ত কাগজাদি ও বিবরণী ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে সংরক্ষণ করিয়া উক্ত মোড়ক সীলমোহরকৃত করিবেন, যথা—

(ক) বৈধ ব্যালটপত্রসমূহ;

(খ) প্রবিধান ২৩ এর উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর অধীনে বাতিলকৃত ব্যালটপত্র-সমূহ;

(গ) প্রবিধান ২১ এর উপ-প্রবিধান (১০), (১১) ও (১২) এর অধীনে বাতিলকৃত বা ব্যবহারের অযোগ্য বা বিনষ্ট ব্যালটপত্রসমূহ;

(ঘ) ফরম 'ঘ'-তে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট বিবরণী এবং প্রবিধান ২৩(৫) এর অধীনে লটারী হইলে তাহার বিবরণী;

(ঙ) মুড়ি সমেত অব্যবহৃত ব্যালটপত্রসমূহ;

(চ) ব্যবহৃত ব্যালটপত্রের মুড়ি;

(ছ) চিহ্নিত ভোটার তালিকা।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার উপ-প্রবিধান (১)এ উল্লেখিত মোড়ক ও বিবরণীতে নিজে দস্তখত করিবেন এবং উহাতে দস্তখত করিতে ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের দস্তখত গ্রহণ করিবেন এবং উহাদিগকে সীলমোহরকৃত করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান(১) ও (২) এ উল্লেখিত মোড়ক ও বিবরণী ছাড়াও প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালটপত্রের একটি হিসাব ফরম 'ঙ'তে লিপিবদ্ধ করিবেন; এই হিসাবে নিম্নোক্ত তথ্যাদি থাকিবে—

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারকে প্রদত্ত ব্যালটপত্রের সংখ্যা ও ক্রমিক নং;

(খ) ভোট বাক্সে জমাকৃত এবং গণনাকৃত ব্যালটপত্রের সংখ্যা;

(গ) অব্যবহৃত, বিনষ্ট এবং ব্যবহারের অযোগ্য ব্যালটপত্রের সংখ্যা।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার উপ-প্রবিধান (১), (২) ও (৩) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত মোড়ক ও বিবরণীসমূহ—

(ক) শাখা প্রতিনিধি এবং অঞ্চল প্রতিনিধিদের কোন নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্ণিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৫। **নির্বাচনের ফলাফল**—প্রবিধান ২৪ এর অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত মোড়ক ও বিবরণাদি প্রাপ্তির পর, প্রবিধান ২৬ এর বিধান সাপেক্ষেঃ—

(ক) শাখা বা অঞ্চলের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্ণিং অফিসার উক্ত বিবরণাদির ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলাফল সংকলন করিবেন এবং প্রবিধান ২৬ এর অধীনে দায়েরকৃত নির্বাচনী আবেদন (যদি থাকে) নিষ্পত্তির পর, সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট শাখা বা অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন; ও তাহাদের নাম সম্বলিত তালিকা ফরম 'চ'তে তাহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন; এবং উহার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনার উক্ত বিবরণাদির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে, প্রবিধান ২৬ এর অধীনে দায়েরকৃত নির্বাচনী আবেদন (যদি থাকে) নিষ্পত্তির পর, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম 'চ' তে তাহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৬। **নির্বাচনী আবেদন**—(১) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দশ(১০) দিনের মধ্যে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী উক্ত ফলাফলের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া—

(ক) শাখা ও অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্ণিং অফিসারের নিকট; এবং

(খ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনারের নিকট, নির্বাচনী আবেদন পেশ করিতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে দায়েরকৃত আবেদনে সংক্ষেপে উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিবার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচন কমিশনার বা রিটার্ণিং অফিসার আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং প্রয়োজনে সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণ করিয়া কোন নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ বা আংশিক বহাল অথবা বাতিল করিতে পারিবেন; এই উপ-প্রবিধানের অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উহার যুক্তি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে কোন নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইলে, এই প্রবিধানমালার বিধান মোতাবেক নূতনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৭। **উপ-নির্বাচন**—(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। যথা—

(ক) ধারা ১২ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পরিচালকের পদ তাহার কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে শূন্য হইলে;

(খ) কোন শাখা প্রতিনিধি বা অঞ্চল প্রতিনিধি যথাক্রমে অঞ্চল প্রতিনিধি বা পরিচালক নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে বা বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়িলে।

(২) উপ-প্রবিধান(১)(খ) এর অধীনে কোন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রতিনিধি বা পরিচালক নির্বাচন স্থগিত থাকিবে এবং উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা বা অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের পর উক্ত স্থগিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানেরক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার অন্যান্য নির্বাচনের জন্য যে বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় সে বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **নির্বাচনী নথিপত্র বিনষ্টীকরণ**—(১) প্রবিধান ২৬ এর অধীনে কোন নির্বাচনী আবেদন দাখিল হইলে উহা নিষ্পত্তির পর, অথবা অনুরূপ কোন আবেদন দাখিল না হইলে উক্ত প্রবিধানে উল্লেখিত সময়-সীমার পর, রিটার্ণিং অফিসার সমাপ্ত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র নির্বাচন কমিশনারের নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(২) এই প্রবিধানের উপর উপ-প্রবিধান (১) এবং প্রবিধান ২৪(৪) (খ) এর বিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরিত সকল কাগজপত্র এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত করা হইবে এবং তৎপর উহা বিনষ্ট করা হইবে।

ফরম 'ক'

প্রবিধান ১৩(২) দ্রষ্টব্য

অফিসের ব্যবহারের জন্য
মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্রমিক নং————
তারিখ————
জমাদানকারীর নাম————
(স্বাক্ষর————তারিখ————

————————————নির্বাচক-মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র

(নীচের অংশ প্রস্তাবক পূরণ করিবেন)

১। নির্বাচনী স্তরের নাম————————————

২। সংশ্লিষ্ট শাখা/অঞ্চল/নির্বাচনী এলাকার পরিচয়————————————

————————————

————————————

৩। প্রার্থীর পরিচয়ঃ

(ক) নাম————————————

(খ) প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম————————————

(গ) বয়স————————————

(ঘ) পেশা————————————

(ঙ) ঠিকানাঃ

গ্রাম————————————

কেন্দ্রের নম্বর————————————

শাখা————————————

(চ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর————————————

৪। প্রস্তাবকের পরিচয়ঃ

(ক) নাম————————————

(খ) প্রস্তাবকের পিতা/স্বামীর নাম————————————

(গ) ঠিকানাঃ

গ্রাম————————————

কেন্দ্রের নম্বর————————————

শাখা————————————

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকের ক্রমিক নং————————————

তারিখ————

.....

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর

ঘোষণাপত্র

(এই অংশ প্রার্থী পূরণ করিবেন)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-উক্ত মনোনয়নে আমার সম্মতি আছে এবং উপরে আমার সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক এবং আমার নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা আছে।

তারিখ———————————

....
প্রার্থীর স্বাক্ষর

বাছাই-এর বিবরণী

(এই অংশ রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

(ক) মনোনয়নের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

(খ) মনোনয়নপত্র বাতিলযোগ্য হইলে তাহার সংক্ষিপ্ত কারণ ঃ

(গ) মনোনয়নপত্র বাতিলকরণ/গ্রহণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ঃ

তারিখ———————————

....
রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত

ফরম 'খ'

প্রবিধান ১৯(২) (ক) দ্রষ্টব্য

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘোষণা

১। নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ--

২। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর নাম--

৩। উক্ত প্রার্থীর ঠিকানা--

৪। সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় উক্ত প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর--

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উপরি-উক্ত প্রার্থী-- নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য/পরিচালক হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখ------------------------ .... রিটার্ণিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের দস্তখত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অত্র ঘোষণার অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ

(১) ------------------------

(২) ------------------------

তারিখ------------------------ .... রিটার্ণিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের দস্তখত।

ফরম গ ব্যালটপত্র প্রবিধান ২০ দ্রষ্টব্য		ফরম গ ব্যালটপত্র প্রবিধান ২০ দ্রষ্টব্য
ব্যালটপত্রের মুড়ি বহি	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নাম	ভোট চিহ্নের ঘর 'X'
নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ		
ভোটার তালিকায় ভোট দাতার ক্রমিক নং------------		
ভোট দাতার দস্তখত		
প্রিসাইডিং অফিসারের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ও সীল ঃ		

ফরম 'ঘ'

প্রবিধান ২৩(৫) দ্রষ্টব্য

(প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট বিবরণী)

(ক) নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ ____________________________

____

____

(খ) ভোট কেন্দ্রের নাম ____________________________

(গ) ভোট গ্রহণের তারিখ ____________________________

(ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নাম ঃ প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ঃ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(ঙ) সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে লটারীতে বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঃ

....

তারিখ---------------------- প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত

উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের দস্তখত ঃ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

ফরম 'ঙ'

প্রবিধান ২৪ (৩) দ্রষ্টব্য

ব্যালটপত্রের হিসাব

নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ----------

ভোট কেন্দ্রের নাম----------

১। ভোট কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত
ব্যালটপত্রের সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর----------

২। ভোটারকে সরবরাহ করা হয় নাই এইরূপ
ব্যালটপত্রের সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর----------

৩। ভোটারদিগকে সরবরাহকৃত ব্যালটপত্রের সংখ্যা----------

৪। বিভিন্নভাবে বাতিলকৃত ব্যালটপত্রের সংখ্যা ----------

৫। ভোট বাক্সে জমাকৃত মোট ব্যালটপত্রের সংখ্যা----------

৬। গণনার সময় বৈধ ও অবৈধ ভোট হিসাবে গণ্য
ব্যালটপত্রের সংখ্যা ----------

.....
প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত।

তারিখ----------

ফরম 'চ'

প্রবিধান ২৫ দ্রষ্টব্য

শাখা প্রতিনিধি/অঞ্চল প্রতিনিধি/পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত
প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তালিকা

১। নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ----------

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য যদি থাকে

তারিখ---------- .....
রিটার্ণিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের দস্তখত

তালিকার অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

(১)

(২)

তারিখ---------- .....
রিটার্ণিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের দস্তখত

ফরম 'ছ'

প্রবিধান ১০(২) দ্রষ্টব্য

(অঞ্চল প্রতিনিধি/পরিচালক নির্বাচনে ভোটদাতার পরিচয়পত্র)

১। নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণী———————————————

———————————————————————

———————————————————————

২। ভোটদাতার নাম ও ঠিকানা———————————————

৩। ভোটার লিস্টে ভোটদাতার ক্রমিক নং———————————————

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে উপরি-উক্ত ব্যক্তি———————————

শাখা/অঞ্চল প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি———————

অঞ্চল/নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি/পরিচালক নির্বাচনে ভোটদান করিতে পারিবেন।

———————————
তারিখ——————— রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত

(প্রিসাইডিং অফিসারের ব্যবহারের জন্য)

ভোটদানের উদ্দেশ্যে ভোটদাতাকে ব্যালটপত্র সরবরাহ করা হইল।

———————————
তারিখ——————— প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত

বোর্ডের আদেশক্রমে

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ রবিউল হোসেন, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।